অলঙ্কার

নবনীতা বসুহক

নতুন ডুরে শাড়িটা মৃণালিনী আজ তিনদিন ধরে পড়ছেন। কবি এটা কিনে দিয়েছিলেন উঋসবের দিনে পরবেন বলে। মাঘোঋসবের দেরি আছে। শাড়িটা ধনেখালির, চমঋকার ডুরেতে সারা শ ভর্ত্তি। তার উপর পাড়ে ছোট ছোট ফুল কাটা। এই শাড়ি পরেই কবির জন্য আজ অনেক রান্না সেরেছেন মৃণালিনী। দই বেগুন, পটল খোসা বাটা, ইলিশ পাতুরি। এখনতো আর শ ধোবার দরকার নেই। অগ্‌ঋহায়ণ পরে *েছে। একটু পরেই বেলি উঠবে ঘুম থেকে। রথীত্ত ঘুমে কাদা। মৃণালিনী ফল কাটতে বসলেন। আপেল, বেদানা। কবির শরীরটা লিখে লিখে ক্লান্ত। সেদিন কবি পরে *েছিলেন সিঁড়িতে। তারপর থেকে মৃণালিনী কড়া হাতে রাশ ধরেছেন। কবি আবার হোমিত্তপ্যাথ ছাড়া চিকিঋসা করবেন না। মৃণালিনী বললেন, নীলরতন কাকাবাবু থাকতে এসব কেন?

তুমি বোঝ না ছুটি, শরীরের সামান্য দুবর্ল্লতাতেই অ্যালপাথ করতে নেই।

আমি জানি তুমি টাকার জন্য ভাবছ। এই নাত্তনা আমার মান্তাসা। কি হবে এসব?

থাক, ছোটবউ, হয়তো অন্য কোনসময় এ জিনিস কাজে লা*বে। এটা কে দিয়েছিল তোমায়?

বাবামশায়।

তা পরছ কেন? প্রয়োজন যখন নেই, তুলে রাখ।

মৃণালিনী কবির কথায় কোনত্ত জবাব দেন না। সেদিনের কথা মনে পরল। হেমলতারা খুব জ্বালায়। কাকিমা তুমি সাজো না কেন? ন'দির দেখে একটা বীরবৌলি *ড়িয়েছিলেন। কবি যে তাঁর *য়না পরা পছন্দ করেন না, জানেন তিনি। তাই ত্তদের এড়ান, বড় বড় ভাশুরপো বাড়িতে, কি যে বলনা হেম, এসব কি পরা যায়?

প্রতিভা বলল, কে বড়? বলু।

হ্যাঁ বলু। বলু, অবন কতজন! ত্তরা বড় হয়েছে, কাকিমা সাজলে লজ্জা পাবে!

কাকিমাকে রা*য় প্রতিভা, বলু তো কিছু বলে না!

না, মুখ ফুটে কি বলবে কিছু ত্ত? কিন্তু পদ্মার পারে *িয়ে দেখেছি সাদা শাড়ি পরলে বলু কত খুশি হয়! চোখে পরে ত্তর উজ্জ্বল সপ্রতিভ ভাব। আর যেদিনই রঙিন শাড়ি পরেছি বলু আমার দিকে তাকাবেই না! আহা! ভাশুর মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে যান! দিদি তাঁকে নিয়ে পরে আছেন। যা কিছু আদর, যা কিছু আব্দার সব আমার কাছে ত্তর।

ত্ত কাকিমা, তুমি এত সবাইকে ভালবাস তবু আমার মনে হয় বলুকে যেন অনেক অনেক বেশি ভালবাস, তাই না!

আহা! বলুর কথা ভাব তোমরা। সে বেচারার বাবার উন্মাদ রো*। মা সেই চিন্তায় ভেবে সারা।!

বালাপোশটা ঠেলে সরালে বেলির শ থেকে। রোদে দেবেন। বলেন, বেলি ত্তঠ। সরবঋটা খাইয়ে দিয়ে আয় তোর বাবাকে। সারাদিন আজ পা*লের মত একমনে কি যে লিখছেন!

বেলি বলে, বাবা এখন লিকচে মা। আমি *েলে তাকাবেই না। আমার খুব কষ্ট হয় মা বাবা না তাকালে।

তুমিত্ত হয়েছ এক মেয়ে! সবসময় আপনমনে থাকবে। তা কি *ল্প লিখচ? চুলটা বাঁধবে তো! যাত্ত না প্রতিভা দিদির ঘরে। চুলটা ঝাঁকড়া হয়েছে। জবাকুসুম মাখিয়ে রঙিন জড়ি ফিতে দিয়ে টেনে বেধে দেবে।

আচ্ছা দাত্ত। মা বাবাকে বলবে আমি যখন বাবার কাছে যাব, যেন তাকায়।

মৃণালিনী হাসেন। বাবা তাকান না বুঝি! তবে ঐ যে সেদিন বললেন, বেলি বুড়ির কী মায়া। খোকা নাকি পিঁপড়ে মারতে যাচ্ছিল আর বেলি বুড়ি তাকে বারণ করছে! খোকা শুনছে না দেখে আমার বেলি বুড়ির কী কান্না।

সরবঋ নিয়ে খুশির চোখ পা*লি মেয়ে বেলি হেলতে দুলতে চলল, বাবার ঘরে। রান্নাঘর থেকে কবির ঘরে যেতে হলে একটা সরু যো*াযো*। সিঁড়িতেই মারা *েছে ন'দির মেয়ে ঊমির্ল্লা বিয়ের আ*েই। বিয়ের পর সেকথা এ বাড়ি এসে শুনেছে! বেলিদের বড় আ*লে আ*লে তাই মানুষ করেন মৃণালিনী। যতখানি সদাসতকর্ল্ল পাহারা দেত্তয়া যায়। স্বামী যা উদাসীন!

বলু সেদিন বলছিল, তুমি যে বল কাকা উদাসীন। তোমার মনে আছে বেলির জ্বর হলে তিনি জে*ে সব করেন। তোমার কাকিমা নিন্দা করা স্বভাব। কাকা সেদিন বলেছিল, বেলিকে নিজে হাতে কেমন চান করাতেন তার কথা।

তা তো বলবেই। তোমাদেরই রক্ত কীনা বলু। আমি তো পর। হাজার হোক যশুরে মেয়ে।

তা কাকি তুমি রা* কর আর যাই কর, কাকা এত লেখেন, এত সভা সমিতি করেন, এত চিন্তা করেন তবু সংসারের খুঁটিনাটি দেখেন।

রান্নাঘর ধোঁয়ায় ভেসে যাচ্ছে। রাতের রান্না চড়বে। কয়লা বোধহয় হিমে ভিজেছে। ঘুঁটে ভেঙে দিয়ে *েছে মোক্ষদা ঝি। রান্নাঘরে *িয়ে লোহার বাঁকা ঝিঁক দিয়ে খুঁচিয়ে দেন নিচ থেকে। তারপর মৃণালিনী বলেন, বলু, তুমি এখন ধোঁয়ায় থেকো না। আমি জলখাবার করে ডাকব।

না, আজ নিচে মার কাছে খাব।

আচ্ছা যাত্ত। মার সঙ্গে বসে *ল্প কোরো। তোমার ছোটকা কি করছেন একবার দেখে এসে বলে যেত্ত।

যাব, কাকি তুমি রান্নাঘর থেকে বের হত্ত। উনুনের আঁচ এমনিই উঠবে। তোমার শরীর ত্তই ধোঁয়ায় খারাপ হবে কিন্তু কাকি।

খোকা আজ বিকেল ছ'টা পযর্ন্তু ঘুমোল। মৃণালিনী তাকে জল দিয়ে চোখ ধুয়ে দেন। তারপর জামা পরিয়ে, আলোয়ান দেন। সোয়েটার পাঠিয়েছে বিবি বিজির্ন্তুতলা থেকে। লাল সাদার ডুরে। রথীকে দুধ খাত্তয়ান। রথীর বয়স তিন।

বলু বলে, কাকি ত্তকে দাত্ত সামনের উঠোন থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

থাক বলু। সন্ধে নেমে এসেছে। তুমি দিদির কাছে যাত্ত। ভাসুর ঠাকুর আজ ভাল আছেন, তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।

তিনবছরের রথী এমনিতে শান্ত। কিন্তু মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ত্তঠে।

আমি বলুদার কোলে চড়ব। আমি জুঁই ফুল দেখব। কোলে উঠে রথী আবার বলে, আমি নারকেল *ছ পুঁতব।

এ বাড়িতে সন্ধ্যা দেত্তয়া হয় না। অবনদের বাড়ি থেকে শাঁখের আত্তয়াজ আসে। অভ্যাসবশে কপালে হাত ঠেকান মৃণালিনী। বাড়িতে সাহিত্যের আড্ডা বসবে। এটাই এ বাড়ির সন্ধ্যার প্রমাণ। কড়াইতে বড় বড় বেগুনি তেলে দেন মৃণালিনী। দোতলায় রান্নাঘরে একা তিনি। দরজা ভেজিয়ে রথীকে স্তন দেন।

৩

দেখ, তোমার জন্য উপাল বসান সোনার বোতাম *ড়িয়েছি।

ছিঃ! ছিঃ! ছুটি, আমাকে কেন এসব দাত্ত। পুরুষের *য়না পরা মানায়?

মৃণালিনীর অভিমান হয়। চোখে জল এসে যায়। কতবার তার মা বাবাকে কত কিছু দিয়েছেন কই বাবা তো কিছু বলতেন না! কবির জামা, জুতো, সবেতেই মৃণালিনী নিপুণ হাতের সেবা রাখতে চান। কবি কি খেয়াল করেন! তা নয়, বই পড়ো। আমার লেখা পড়ো। আমার লেখার ভুল ধরো।

অমি কি ত্তসব বুঝি!

বোঝো না! তুমি তো ছুটিবাবু লরেটোতে পড়েছ। আবার সংস্কৃতর জন্য বিদ্যাবাশীশের কাছে পড়িয়েছি। তা নয় তোমার কেবল সংসার আর সংসার। রান্না আর রান্না!

থাক, থাক খুব হয়েছে! রান্না যেন খাত্তয়া হয় না! সব যেন পাতে পরে থাকে! যেদিন পটলের দোমষ্টা ফুরিয়ে ে*ল অননি সকলকে হাঁক ডাক করে পাড়া মাথায় করলে!

প্রসঙ্গ বদলান রবীন্দ্রনাথ। এবং বলেন,

ছুটি, আবার আমায় পদ্মা যেতে হবে। যাবে? বাবামশায় বলেছেন।

যো হুকুম।

না, হুকুম নয় ছুটি তোমার ইচ্ছে থাকলে চলো। ত্তখানে থাকতে আমার ভাল লা*। পদ্মা আমার কতকালের প্রেয়সী।

আমি পদ্মার ধারে আলুর চাষ করব। সেই আলু রান্না করব এবার কেমন? ত্তখানের মাটিতে ভাল আলুচাষ হবে।

কবি হাসেন। বলেন, একটাই অনুরোধ, আমাকে সাজিত্ত না। এসব আমার জন্য নয় ছোট বউ।

সাজাব না? বেশ। আর কি কি করব না বল! সবেতেই তোমার বিধি নিষেধ।

পেছন থেকে হঠাধ্ম কবি ছুটিকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, তোমায় ছেড়ে কেমন করে থাকব বল পদ্মায়?

কেন, পদ্মা তো তোমার প্রেয়সী। তোমার বহুকালের প্রেয়সী। বিবিকে চিঠি দিয়েছ, ত্তই বলছিল! কাকি সাবধান!

কৌতুক মুখে কবি বললেন, বাঃ ঈষষ্টা। বাঃ ভাল লক্ষণ। তবে তোমার প্রেম মরে নি প্রিয়ে। কী যে আনন্দের কথা!

থাক, আর আধিক্যতা দেখাতে হবে না!

না। আধিক্যতা নয় ছুটি এই ঈষষ্টার জন্য তুমি পাবে পুরস্কার।

কি পুরস্কার শুনি। সোহা* চুম্বন? সে তো প্রায়ই জোটে। নতুন কিছু চাই যে আমার।

কি দোব। বল?

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ত্ত ছুটি। মনে হল, তোমাকে একটা রান্না শেখাই শিখবে? রান্নাকে নিয়ে নতুন ভাবনা ভাবছি তোমার জন্য।

তুমি রান্না শেখাবে? বল। উনুনে আঁচ উঠে ে*ছে।

তোমরা মৌরালার টক কর, তার সঙ্গে বেশ কিছু বেদনা আর ছানার কাটা টুকরো দিলে কেমন হয়?

চমধ্মকার।

কাল কিন্তু রাধতে হবে। ভাবছি ে*লাপ ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে সাজালে কেমন হয়?

ে*লাপের পাঁপড়ি! থাক, কবিতা লেখাই ভাল তোমার।

ত্তই যে, লতানে ে*লাপ ফুটেছে। ে*লাপি রঙের। ত্তটা ত্তর উপর দিত্ত।

পরদিন কবি একটার পর একটা ফরমায়েসী রান্না বলেন। হাসিমুখে হলুদ ডুরে শাড়িটা পরে সেসব হুকুম তামিল করেন মৃণালিনী।

কবি বলেন, কেমন জব্দ। সব রান্না দারুন। কেমন শেখালুম। তোমাদের জিনিস কেমন তোমাদের শিখিয়ে দিলুম। হারিয়ে দিলুম বল।

কবির পাতে ডাল দিতে দিতে মৃণালিনী বলেন সব কিছুতে তোমরাই তো জিতে ে*ছ। কথা দিয়েই তো তোমাদের জ*ধ্ম কেন!

২

বিবি আয় বোস। ন'বৌদি কেমন আছেন?

ভাল। রবিকা তোমার ত্তই নতুন *ল্পটা শোনাবে না!

কোনটারে?

ত্তই যে মণিমালিকা আর ফণিভূষণের *ল্পটা...আ*ের দিন যখন বিজিষ্টত্ততলা থেকে এখান এলাম তুমি কিন্তু বলেছিলে রবিকা...

এক কাজ করনা বিবি, আজ থেকে যা, সন্ধেয় সাহিত্যবাসরে *ল্পটা পড়ব।

file name : NABANITA BASU HAQUE

না রবিকা। আমি এখনই শুনব আলাদা করে।

তাহলে দেখে আয়, তোর ছোটকাকি কি করছেন? লুচি ভাজা হল কীনা?

আমি কাকিমার সঙ্গে দেকা করে এলাম। বেলিবুড়ি বসে আছে মার কাছে। আর খোকাত্ত। ত্তদের খাইয়ে কাকিমা এদিকে আসছেন, রবিকা শোনাত্ত না।

সাদা শাড়ি পরেছে বিবি। বিদ্যা আর সৌন্দযেষ্ঠর যো* তার সমস্ত চেহারায়। বিবির নাক আর চোখই যেন প্রাচ্য ত্ত পাশ্চাত্যের জ্ঞান ত্ত সৌন্দযেষ্ঠর মিলন। সেজদা হেমেন্দ্রনাথের মেয়ে প্রতিভাত্ত সুন্দরী। যখন ছ'বছর আ* বাল্মীকি প্রতিভায় সরস্বতী সেজেছিল অপূবষ্ট লা*ছিল। কিন্তু প্রতিভার সৌন্দযষ্ট কেবল ভারতীয়। আর বিবিকে যে তিনি এত ভালবাসেন তার কারণ মেধা। যে মেধা নিয়ে সে সহজ। বিবি যদি নিজেকে ছাপিয়ে ত্তঠে সে রেখে যাবে নিজেকে। কবি আপন মনে ভাবতে থাকেন রত্নসমা এ বাড়ির মেয়েদের নিয়ে। বছর খানেক হল ঘরে এসেছে রেণু সম্ভবত সেত্ত এক দীপ্ত তেজস্বিনী হয়ে উঠবে।

রবিকা, 'সহধমিষ্ঠীর শূন্য *হ্বর হৃদয়' লিখেছো কেন? হৃদয় কি শূন্য হয় কখনত্ত?

রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন। হৃদয় শূন্য? পড় দিকিনি একবার। আর একবার পড় তো বিবি,

বিবির অপূবষ্ট বাচন। কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা ত্ত মধুরতা একসঙ্গে,

'স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তার সহধমিষ্ঠীর শূন্য *হ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার *হনা চালিত, কিন্তু সেগুলো ি*য়া পড়িত লোহার সিন্দুকে। হৃদয় শূন্যই তাকিত। খুড়া দু*ষ্টমোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুকির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করি।'

তুমি বল রবিকা কোনত্ত রমণীর হৃদয় কি শূন্য হতে পারে?

হয় রে। হয়। সে নিজেকে নিদিষ্টষ্ট আকাঙ্ক্ষার কাছে বেধে রাখে। আর বাকির দাবি অগ্রাহ্য করে। সংসারে এমন মানুষ অনেক।

কিন্তু পুরুষের দাবিত্ত যদি অসীম হয়? যা অনন্ত—তাকে কি সন্তুষ্ট করা যায়? আকাশকে কি দেত্তয়া যায় বলত, আকাশের দিকে চেয়ে থাকাই ভাল নয় কি?

যায় না। তবে সহমমষ্ঠী হত্তয়া যায় রে। আবার অনেকেই আছেন আপন জ*তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ত্তই যে বাইরে চাহিয়া দেখো তোমার ছোটকাকিটি—লুচি সেবন করার জন্য ধাইয়া আসিতেছেন।

বিবি হাসল। ছোটকাকি ত্ত তার বয়সের তফাত্ম বেশি নয়। কিন্তু সরল ত্তই মানুষটির মধ্যে কী অকৃত্রিম স্নেহ কী অপার ভালবাসা। ছোটকাকির জন্যেই এ বাড়িতে এখনত্ত প্রাণের প্রবাহ। কী আনন্দ ছিল একসময় এ বাড়িতে বিলেত যাবার আ*। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে জোড়াসাঁকো।

বিবি উঠে দাঁড়ায়। মৃণালিনীকে বলে, তুমি একটু খাত্ত। আমি একটু পাঠ করি রবিকাকার *ল্প। শোনো। ত্ত ছোটকাকি একদম ভুলে ে*ছি আমি আমার পুচকে অতসীলতার জন্য রেশমের একটা জামা এনেছি।

পরাব বিবি। দে।

৫

মৃদু হাসলেন রবীন্দ্রনাথ। ছুটি আমরা পদ্মা যাব। তখন বিবির জামাটা পরে যাত্তয়া যাবে, কি বল?

হুঁ। দিদিকে তিনজনই পছন্দ করেন। দিদির জামা পেলেই খুশিতে ড*ম* হয়ে উঠবে রেণু।

তা কাকি বোসো। একটু লেখা শোনো।

শোনা বিবি। বিবি আজ দু'খানা *ান শুনিয়ে যাস। তোর *লায় বহুদিন *ান শুনিনি বিবি।

আচ্ছা সে হবে, এখন এ *ল্পটা শোনো,

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাত্ম একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মত অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হয়ে পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র সে পাঁচটা দিনের জন্যত্ত কোথাত্ত হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একেবারে বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলে মুহূর্তেষ্টর মধ্যে সংকট উত্তীণষ্ট হইয়া তাহার ব্যবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

মৃণালিনী বললেন, তার স্ত্রী টাকা দিলেন?

তুমি শোন না কাকিমা।

বিবিকে তিনি ভালবাসেন। স্নেহ করেন। কিন্তু বিবি কি বোঝে না মৃণালিনী এ*ল্প ছোটকাকার থেকে শুনতেই ভালবাসবেন। মন্তব্য করার পর মৃণালিনীর মনে হল বুদ্ধিমতী বিবিকে এ প্রশ্ন না করে রাতে স্বামীকেই প্রশ্ন করলে ভাল হয়। কি হল? বলে *ল্প শোনার সময় নেই তাঁর। এখন তিন ছেলেমেয়েকে আবার স্নান করাতে হবে। বড়বাজার থেকে দামি আতর আনান হয়েছে। সে আতর দিয়ে দুই ছেলেমেয়েকে স্নান করাবেন। তারপর ভাত খাত্তয়াবেন। তোরঙ্গ ে*ছাবেন পদ্মা যাবার জন্য।

রাতে তিন ছেলেমেয়েকে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন মৃণালিনী। রবীন্দ্রনাথ বসে বই পড়ছেন। কি পড়ছে ে*া?

তোমার *ল্পটা তুমি নিজ মুখে বল।

কিন্তু পাঠ শুনতে আমার বড় ভাল লা*।

তা হোক।

মৃণালিনীর জন্য রবীন্দ্রনাথের মায়া হয়। সংসারে বড় খাটাখাটি করেন মৃণালিনী। সকলকে নিয়ে থাকতেই তাঁর সুখ। ছেলেমেয়েদের আ*লে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর মনের সঙ্গিনী যেন হতে পারে না। বোঝে কি? এ কারণেই কি ছুটি মনমরা থাকে? তিনি *ল্পটা বলতে লা*লেন—

ফণিভূষণের প্রয়োজনে *য়না দিল না মণিমালিকা। তাঁর সন্তানাদি ছিল না। *য়না পা*ল ছিল। তিনি ভয় পেলেন, পাছে স্বামী নিয়ে নেন। ফণিভূষণের আত্মমযষ্ঠীদাবোধ কতখানি এব্যাপারে

file name : NABANITA BASU HAQUE

অজ্ঞ ছিল মাণিমালিকা। *য়না নিয়ে পালাল মধুর সঙ্গে। মধু তার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। ফণিভূষণের কর্মচারী।

হুঁ তারপর।

ঘুমে *লা জড়িয়ে আসছে। ক'দিন এ লেখাটা নিয়ে খুব ভাবছেন। এবছর 'পঞ্চভূত' লিখলেন আর এ *ল্পটা। তিনি কি পুরিয়ে যাচ্ছেন! আর থাক একটা ভাল লেখার জন্য কাটানো যায় একটা বছর।

মৃণালিনী দেখলেন স্বামী ঘুমোচ্ছেন। ঠাণ্ডা যায়নি এখনও। আলোয়ানটা চেপে *য়ে দিয়ে দিলেন স্বামীকে।

৬

তোমাকে ত্তই বীরবৌলিটা পড়তেই হবে। আমি স্বপ্ন দেখেছি, ত্তটা *ড়িয়েছ অথচ পরনি, তাই পদ্মার জলে ঠাণ্ডা লে* রবিকার অসুখ করেছে। নিয়ে এসো, যাত্ত উত্তরে ঘরটায় সিন্দুক থেকে নিয়ে এসো।

কী যে বল না, বড়ো বড়ো ভাসুরপো ভাগ্নেরা চারিদিকে ঘুরছে—আমি আবার সাজব কি!

না, তা হবেই না।

এখন হেমলতার আবে* অত্যন্ত বেশি। প্র*লভ হয়ে যায় যখন কোনত্ত কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। রবিকার সঙ্গেত্ত মাঝে মাঝে উদ্ধত সুরে কথা বলে। ভিতরে ভিতরে ঈষশ্ম অপ্রসন্ন হেমলতার উপর রবীন্দ্রনাথ। তার উপর যত লা*লাি*। হ্যাঁশে বিবি, রবিকার অত ধারঘেসে কেন? আমরাত্ত তো আছি, তা অমন কাছে ঘেঁসি কি?

মৃণালিনী থামান তাকে। বিবি ত্ত তোর রবিকাকে কি আজ থেকে দেখিছি হেম? কাকা-ভাইঝি কথা বলবে না। তোমার বরটিকে ডাকো দিকিনি, ফরমাশ করব।

কি ফরমাস কাকিমা?

ডাকো না।

ডাকছি ডাকছি।

দীপু, ঘি, সুজি, চিনি, চিঁড়ে, ময়দা চাই—মিষ্টি হবে। আনতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ এলেন। বললেন, উপরে লিখতে লিখতে শুনলাম ফরমাশ হচ্ছে। কি হবে? দীপুর মতো কত্তটা ত্ত তোমার মত শিল্পী হলেই হয়েছে কি, দুদিনে ফতুর। তোমার উপরের রান্নাঘর আবার বন্ধ!

দীপুর সঙ্গে কাজ করে সুখ, সে সংসার বোঝে, তোমার এদিকে নজর দেত্তয়া কেন?

মনে মনে খুশি রবীন্দ্রনাথ। আজ বিকেলে বাড়িতেই সাহিত্যসভা। 'মণিহারা' পাঠ করবেন। তারপর নাহয় দেবেন... প্রবাসীতে। রামানন্দবাবু তাড়া লা*চ্ছেন। কি রবিবাবু কবে লেখা দেবেন?

দোব বৈকি! আর একটু দেখি।

ছুটি সেই ভেবেই আজ রান্না করছে। কিন্তু হেমলতা কি করছে? মোটেই সুবিধা লা* না এঁকে। ছুটির থেকে মাত্র একবছরের ছোট। সমবয়সী বন্ধুর মত *ল্প করে করুক, ছুটির বোনঝি নীরজা আরত্ত দু'একজন ছুটিকে ঘিরে *ল্প করছে। কোথায় নাকি কোন মেয়ে বিধবা বিয়ের পর, স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না, প্রথম স্বামীর ভূত তাকে দেখা দিচ্ছে...যত্তসব অবশ্চীন *ল্প! না, ত্ত কি ছুটি ঝোলা দুল পরেছে না! ঈষশ্ম রা*ন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মহিলামহলে যেতেই নীরজা উঠে দাঁড়িয়েছে। এখনত্ত কোনদিন বাক্যালাপ করেনি এত লজ্জা। জড়পুণ্ডলীটির নিশ্চয় দলা পাকিয়েছে *লায়। হেমলতা সপ্রতিভ বলে, সাজতে দেন না কেন কাকিমাকে?

রবীন্দ্রনাথ নিমশ্চ্ম চোখে তাকান। বলেন, বারবার বলছি হেম নিজেকে বদলাত্ত। তুমি এত ভাল *ল্প কর, খাতায় লেখো। আর কথা লা*লাি* কি? বিবি, প্রতিভা, বেলিটাত্ত অমন নয়।

আমি কি এ বাড়ির মেয়ে? এ বাড়ির মেয়ের কত গুন? কিন্তু সরলার জন্য নিন্দেয় মুখ দেখানত্ত ভার।

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নি সরলা। ন'দির ছোট মেয়ে। অসাধারণ *নের *লা। বাবামশায় ত্তর *ন ভালবাসেন। কিন্তু সরলা সারা ভারত দৌড়বে। কেমন পুরুষালী ভাব। তার বক্তব্য, ছোটমামা আমাদের কথা ভাবেন না! তা হোক হেমের ক্ষমতা থাকলে, সামনে বলুক। তা নয় আড়ালে আবডালে নিন্দা।

হেম বলল, সেদিন যে অবনঠাকুরপো আপনাকে বলছিলেন, ঘরের সামনে আধখানা মাটিতে পোঁতা একটা মোটা জালা, তাই থেকে হীরে মেথর জল তুলে তুলে *া ধুচ্ছে আর ক্রমান্বয়ে ইংরিজিতে নিজের বৌকে *ল পাড়ছে, আর বৌটা বকে চলেছে তার সঙ্গে—আপনি শুনে হাসছিলেন রবিকা। তাত্ত কি সমালোচনা নয়?

অবনের দেখায় রূপের আভাস ছিল, চিত্র ছিল, কিন্তু তোমার সরলার নিন্দেয় কলুষতা আছে, তুমি ভেবে দেখো। এক কাজ করতে পার, সংসারের এত খুঁটিনাটি যখন তোমার চোখে পরে এসব নিয়েই লেখ না কেন?

সবাইকে লেখক হতে হবে তার কোনত্ত মানে আছে রবিকা? এক একজন একরকম।

তবু যার মধ্যে যেটুকু ভাল তাকে উদ্বোধন করতে হবে। তুমি বলছিলে আমি এবাড়ির বৌ-এর গুণ দেখতে পাই না? কেন ন'বৌদি, সেজবৌঠান, এমনকি ছুটিত্ত কেমন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে বল তো! কই এঁরা তো নিন্দে করে না!

না, করে না! ন'দি বিজিশ্চত্ততলায় বসে সব কলকাঠি নাড়ান আমি কি জানি না। নিন্দে করতেন না নতুনদিকে। এসব খবর আমার নেত্তয়া হয়ে *ছে।

নতুন বৌঠানকে রবীন্দ্রনাথ এক উচ্চ আসনে বসিয়েছেন। কি অসাধারণ হাতে বা*ন করেছিলেন তিনি। সাহিত্য পাঠে কী *ভীর নিষ্ঠা ছিল বৌঠানের। বৌঠান রবির অন্তরতম এক আনন্দ—এক জ্বালা! কিন্তু হেম কেন যে সবার কেচ্ছা শোনাতে আর শুনতে ভালবাসেন।

রবি নীরব ত্ত ধ্যানস্থ হলেন। সেদিকে তাকিয়ে আর কোনত্ত কথা বার হল না হেমলতার মুখ থেকে।

file name : NABANITA BASU HAQUE

৭

চারুকে চিঠি লিখছিলেন মৃণালিনী, তাকিয়াই ঠেস দিয়ে। কবি আজ ক'দিন সাজাদপুর *েছেন। চারু, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। সম্প্রতি তাঁর একটি সুন্দর মেয়ে হয়েছে। মৃণালিনী লিখলেন,

তোমার সুন্দর মেয়ে হয়েছে বলে বুঝি আমাকে ভয়ে খবর দাত্তনি পাছে আমি হিংসা করি, তার মাথায় খুব চুল হয়েছে শুনে পযন্ত্যিন্ত 'কুন্তলীন' মাখতে আরম্ভ করেছি, তোমার মেয়ে মাথা ভরা চুল নিয়ে—আমার ন্যাড়া মাথা দেখে হাঁসবে সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না।

কি লিখচ মা?

চিঠি!

তুই পিসি হয়েছিস বেলি।

কে *ো? মা আমি দেখব।

বেশ দেখো। ত্তকি বেলি, তুমি দই খাচ্ছ কেন?

এখনত্ত ঠাণ্ডা *েল না, আর তুমি দই খাচ্ছ!

মা, ভাই আর রেণু একা আছে। ত্তঘরে চলো। খাট থেকে *া সরান মৃণালিনী। খাটে বসে একটু যে লিখব, সে উপায় আছে? চল, খোকা কই? সাজাদপুরে *েলেই হত।

হ্যারে বেলি দেখি তোর হাতে ত্তটা কি? আমড়া মনে হল। দে দিকি। মৃণালিনীর *লা উচ্চে উঠে যায়। হঠাণ্ধ দেখেন বাবামশায় নামছেন সিঁড়ি দিয়ে। বাবামশায় আজকাল শুনতে পান না। মৃণালিনী সাদা শান্তিপুরে শাড়ি মাথায় তুলে দেন। বাবামশায়কে কী অসীম শ্রদ্ধা করেন মৃণালিনী। অথচ কাছে যেতে পারেন না। মৃণালিনীকে এঁদের মত করার জন্য কী চেষ্টা।

মৃণালিনীর *ভীর শ্রদ্ধা নিয়ে বাবামশায়ের ঘোড়ার *াড়িতে চড়া দেখেন। কোথায় *েলেন! শরীরটা তো ইদানিং ভাল নয় তার।

জ্বর *ায়ে খোকা সামলাচ্ছে রেণুকে। রেণু বড় দুরন্ত। বাবার মত দেখতে হয়েছে একেবারে। ভাল, পিতৃমুখী মেয়ে সুখী হয়। রথী একেবারে তাঁর মত। চিঠি লেখার নেশায় আজ পেয়ে বসেছে তাকে। তাই খাবার ঘরে বসেই লেখেন আবার, তুমি যে দই খেতে চেয়েছ সেটী তো এখন হবে না—তুমি দই খাবে আর আমার নাতনীটি কাশতে আরম্ভ করবে, সে হবে না। যখন সে দুধ খাবে না তখন বোলো অনেক দই পাঠিয়ে দেব, উনি বলেছিলেন, 'তা পাঠিয়ে দাত্ত না—সুধী খেতে পারবে' আমার বাপু সে পছন্দ হোল না, ছেলে খাবে বউ খাবে না—সে কি হয়। বিশেষতঃ তুমি আমাদের লক্ষ্মী বউ—সব বউদের মুখ উজ্জ্বল করেছ, তুমি রমা আর খুকুমণীর দু'জনকার দুটো *ায়ের মাপ অবিশ্যি করে পাঠিয়ে দিত্ত, খুকীর উপরের দিক খোলা হবে কি বন্ধ হবে তাত্ত বলে দিত্ত। রমার মল কি তৈয়ারী হয়েছে? যদি তৈয়ারী হয়ে থাকে কত মজুরী লা*ল—বোলো পাঠিয়ে দেব আমি তখন তাড়াতাড়িতে দিতে পারিনি, যদি না হয়ে থাকে তো তাড়া দিয়ে করিয়ে দিত্ত।

ছোটবউ।

মৃণালিনী চমকান। কে যেন ডাকল। না ত্ত মনের ভুল মৃণালিনীর। তিনি তো এখন সাজাদপুর। *তকাল তাঁর চিঠি এসেছে। উত্তর দেত্তয়া হয়নি। কী *ভীর টান তার। অবাক হয়ে যান। কোনদিক দিয়েই কি তাঁর যো*্য হত্তয়া যায়? যায় না। অথচ প্রকাশ করতে পারেন না মৃণালিনী নিজেকে। আজ চিঠি পড়তে বসলে, রাতে ঘুমোতে *িয়ে অপূবষ্ট অনুভূতি হল তাঁর। সারা কপাল জুড়ে শিরশির করছে। মনে হচ্ছে খোকার বাবা তাঁর কাছেই আছেন। উঃ কী নিরাপত্তা, না থেকেত্ত তিনি এত *ভীরে প্রশান্তি দিয়ে যান। উনি যখন মৃণালিনীকে এত ভরিয়ে দেন, তাঁকে কে ভরায়? মৃণালিনী ভাবেন। না, খোকার জ্বরটা বেশি। কাল দীপুকে বলতে হবে। হেমের বর ঠিক ব্যবস্থা করবে। এখানে নিশ্চিত লা* মৃণালিনীর।

৮

ছুটি, আমার মনে ছিল না।

আমি কি রা* করেছি?

তুমি ব্যবস্থা করবে! বলছ!

বলছি তো! বিশ্বাস হল না বুঝি!

প্রিয়নাথকে রবীন্দ্রনাথ খুব ভালবাসেন। ত্তঁকে যে নেমন্তন্ন করেছেন তা ভুলেই *েছেন। যথাসময়ে প্রিয়নাথ এসে হাজির। ছোট বউ বলেছে রান্নার ব্যবস্থা করবে। এদিকে মধ্যাহ্নভোজের সময় প্রায় চলে এল। বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলেন। ঠিক আছে যা হবার হবে। বরং *ল্পটা শোনান যাক প্রিয়নাথকে। মৃণালিনী নিজেই খেতে বসার আয়োজন করলেন দোতলার কোণে কাবার ঘরে। *ল্পটা মৃণালিনী শুনেছেন বহুবার। তবু শুনতে ভাল লা*, *োগ্রাস তুলছেন প্রিয়নাথ। একমনে শুনছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবক্তী ফণিভূষণত্ত জলে পা দিল। জলস্পশষ্ট করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া *েল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদশষ্টক নাই, কেবল নদীর পরপারে *াছপালা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাক ভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদ ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া *েল। যদিত্ত সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহুক্টি মাত্র জা*রণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পশেষ্ট সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া *েল।

বেলির হাতে বড় হাতপাখা। সে জিজ্ঞাসা করল, ফণিভূষণ কি মারা *েল বাবা?

প্রিয়নাথ বেলির দিকে তাকালেন, তোমার কি মনে হয়?

তাই তো মনে হয়। বল তো, *ল্পটা কেমন?

খুব খারাপ। কেমন মনখারাপ হয়ে যায় শুনলে।

হাঃ। হাঃ। বেলির কথায় হেসে ত্তঠেন রবীন্দ্রনাথ। বলেন, যাতো বেলি মার থেকে *ন্ধরাজলেবুর পাত্রটা নিয়ে আয়। আর সুক্তো দিতে বল।

রথী বলল, না বাবা আমি আনছি। দিদি বাতাস করছে। করুক।

খাত্তয়া-দাত্তয়ার পর 'মণিহারা' নিয়ে আবার ভাবেন। প্রিয়নাথকে বলেন, সহবাস-সম্মতি আইনের পক্ষে না বিপক্ষে আপনি। দেশজুড়ে যা হৈ-চৈ চলছে!

আপনি? রবিবাবু? কোনপক্ষে আপনি?

আমি আইনের পক্ষে।

কেন? সরাসরি যো* দিচ্ছেন নাকি।

না, পঁয়ত্রিশে হরিমোহন মাইতি দাশের বালিকা পত্নী ফুলমণিকে জোরকরে সহবাস ঘটাতে ি'য়ে মৃত্যু ঘটালেন; বাংলাদেশের লোকেরা খেপে উঠল, ময়দানে এজন্য দু'লাখ লোক হয়েছে। ভাবা যায়! বিজিস্তত্তলায় পারিবারিক খাতায় এ বিষয় নিয়ে লিখেছি। হিতবাদীতে 'অকাল বিবাহ' নাম বের হবে। তা বল প্রিয়নাথ কেমন খেলে? পেট ভরল!

কি যে বলেন বউঠানের হাতের রান্নায় পেট ভরবে না। এঁরা হলেন মা অন্নপূনষ্টর জাত।

মৃণালিনী বিকেলে *া ধুয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন শিলাইদহে পড়াবেন ছেলেমেয়েদের। একথা গুরুত্ব দেননি তিনি। কিন্তু তিনি আবার বললেন, কলকাতায় থাকলে রথীদের পড়াশোনা কিছুতেই হতে পারে না। ছোটবউ। আমি ত্তদের তোমাদের ত্তখানে নিয়ে যাব। খোকারা প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠবে। ছোটবউ-এর মত শান্ত, নিরাসক্ত আর কমষ্ঠী হোক ত্তরা।

মৃণালিনীর মুখ ভার।

এ যে ত্তঁর খুশি করার জন্য বায়নাক্কা, জানেন তিনি।

মুখ ভার কর না ছোটবউ। দেখবে ত্তখানে ভাল লা*বে। আমি লিখব, জমিদারি দেখব আর তুমি রান্নাবান্না করবে।

ত্তখানে রেঁধে সুখ আছে? টালির পরে ে'ল সেবার মাথায়, এখনত্ত সেটা সারান হয়েছে কি? তাত্ত ভাবি না, ধরে নিই, চড়িভাতি করতে এসেছে, দু'দিন থাকব, আবার চলে যাব। কিন্তু তা বলে বরাবর। খোকা, বেলি ভাল জামাকাপড় পাবে না। সুজি, ছানা পেতে কত কষ্ট!

তুমি ভেবো না ছুটি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

৯

মাইজি আমায় বাঁচান।

আমার চাকরি দেন একটি।

কি হয়েছে রে বেলি? মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করলেন। বাইরে চাঁদ উঁকি মারছে। একটু পরই কবি মহাল থেকে ফিরবেন। কুঠিবাড়িতে মৃণালিনীর ব্যবস্থাপনায় চারদিক ঝকঝকে। হ্যাজাক জ্বলছে টালির ছাদের ঘরে। রথী আর বেলি খেলছে। রেণু বোধহয় ছবি আঁকছে।

বেশ। দারোয়ানের কাজ কর। মাসে পনের টাকা দেব কেমন?

রবীন্দ্রনাথ ফিরলেন। তিনি আজ ক্লান্ত। মৃণালিনী সরবধ্ম দিলেন। এই *রম দিনে আকাশে খোলা চাঁদ। বেলি বাতাস করতে এল। বড় ভালবাসে তাঁকে। মৃণালিনী কাঁধে চাবিটা ফেলে

বললেন, আজ একজন দারোয়ান নিযুক্ত করলাম।

কেন?

ত্ত এসে ধরল। শোনো, বেলি কার কাছে পড়বে।

কেন লরেন্স-এর কাছে। সে তো ভাল পড়াবে।

সে কি শে? *হশিক্ষা? ত্তরা স্কুল যাবে না। তুমি স্কুলে ভর্ত্তি করবে না?

ছোটবউ আমি অন্য কথা ভাবছি।

কি ভাবছ?

এখানে একটা বিদ্যালয় খুললে কেমন হয়?

কোথায়? এখানে? এই *ায়ের লোকরা পড়বে।

এখানে নয়। শান্তিনিকেতনে। ভাবছি পুরীর বাড়িটা বিক্রি করে দেব।

বাবামশায় রাজি হবেন?

'শান্তিনিকেতন' বাড়িটাকে আরত্ত বড় করতে হবে। ত্তখানে পড়াব আমি।

স্কুল আর এখানকার কাজ, পাতিসর, ধমষ্টশৈলা পরিকল্পনা তার কি হবে? তোমাকে ছাড়া এরা যে অসহায় হয়ে পড়বেন শে।

দেখা যাক। কবি কলঘরের দিকে এশেন। নতুন ধুতি আর জামা এি'য়ে দেন মৃণালিনী। এখানে এসে মন কেমন আটকে ে'ছে। তাছাড়া মাকে মাঝে মধ্যে আনা যায়। মাকে ল্যাম্পের আলোয় ইংরিজি বই শোনালে যত খুশি হন, আর কিছুতে ততনা। নীরজারা, দিদিরা আসতে পারেন। কিন্তু আবার শান্তিনিকেতন—সে আবার কিরকম দাঁড়াবে। বাড়িটাতো বেশ ভাঙাচোরা। আবার সারাতে হবে।

রবীন্দ্রনাথকে হাসিমুখে ভাত দিলেন মৃণালিনী। মূলা সিং-এর কথাটা কানেই ে'ল না। থাক্ রাতে ছেলেমেয়েরা ঘুমোলে বীরবৌলি আর সীতাহার পরে যখন স্বামীর কাছে জল নিয়ে যাবেন, তখন বলবেন।

পরদিন মালীকে বললেন মৃণালিনী, হ্যাঁশে মূলাকে দেখছি না কেন। বা*নটা বেশ সাজিয়েছেন। লাউ, ঢেড়শ হয়েছে বেশ। লঙ্কা চারা লাি'য়েছেন। রান্নায় ঝাল না দিলে রান্না কিসের। মালী বলল, মাঠান ত্ত তো ভয়ে কিছু বলছে না।

কিসের ভয়। সাপ আছে? তা একটু কাবষ্টলিক নাহয় এনে দেত্তয়া যাবে।

চারসের করে আটা লা* বেচারির। মাইনের টাকা দু'দিনেই শেষ। খাত্তয়া হয়নি। তাই আসে না।

বলিস কি রে? শি'্ঘ্র যা শিবু। ত্তকে চার সের আটা দিয়ে আয়। আর একটু বেতনত্ত বাড়াতে হবে দেখছি।

কিন্তু এখন শসা বীজ পুঁতব যে!

থাক আজ। ত্ত কাল হবে। আহা বেচারী খেতে পায়নি। কী যে খারাপ লা*ছে শিবু।

file name : NABANITA BASU HAQUE

এই নাত্ত *য়নাগুলো।

তোমার বীরবৌলিটা থাক ছোটবউ। ত্তটা সখ করে *ড়িয়েছিলে! না না। ত্তটাত্ত নাত্ত। এই চারা*ছি চুড়িতেই আমায় চলবে।

*লার সরু হারটাত্ত দেবে নাকি!

যদি লা** নাত্ত না। তোমার ইচ্ছেয় আজ পযন্তি কোনদিন বাধা দিয়েছি আমি বল।

ছোটবউ তুমি জান না আজ তুমি কত বড় কাজ করলে। শান্তিনিকেতনে রথীকে পড়াব। এখানে স্কুলটা কই। তেমন চলল দু'একটা ছেলেকে পাব প্রথমে। প্রথমটায় পরিশ্রম আছে। কিন্তু একদিন তোমার এই দানের সাথন্তিক রূপ দেখা দেবে।

মৃণালিনী উদাসীন ভাবে কবিকে বললেন, রথী জান *ছপালা খুব ভালবাসে। মীরাটাত্ত তোমার দলে। আর রেণু আর বেলি আমার দলে।

বিবি নাকি খুব উদ্মসাহ প্রকাশ করেছে।

হ্যাঁ। ত্তরা আশ্রমে *িয়ে থাকতে চাইছে।

হেম কিছু বলছে না ছোটকাকিকে?

কি করবে বল? সেদিন কাঁদছিল। ন'ঠাকরঝি ত্তকে যে সুশীলার জায়*ায় মোটে পছন্দ করেনি, সেই থেকে ত্তর রা* তৈরি হয়েছে। তাই এ সংসারে আগুন ধরাবে। ত্তকে দূরে সরিয়ে দিত্তনা। যারা আঘাত করে তারা আসলে কষ্টে থাকে। ছোটবউয়ের *য়নাগুলো আলমারির দেরাজে রাখেন। চুরাশি ভরির *য়না। একটা হার দেখলেন মার *লার। রবীন্দ্রনাথের ঈষন্ম কষ্ট হল। ছোটবেলায় খাটে শুয়ে থাকা মাকে মনে হল হঠাম্ন। *লায় তার চত্তড়া বিছে হার থাকত বরোমাস। কিন্তু যে তার অধিকারিনী তার কোনত্ত দুঃখ নেই, —নিস্পৃহ হয়ে আছে। এমনকি বেলি যে বড় হয়েছে তার বিয়ে দিতে হবে সেকথাত্ত ভাবলেন না।

মৃণালিনী বললেন, খেতে বসবে না।

হুঁ। কাল আবার এটনির বাড়ি যেতে হবে। কাজটা কি ঠিক করছি ছুটি? বল।

তুমি যে কাজ কর তাতেই আমার সায় আছে। সত্যিই তো আশ্রমের মত বিদ্যালয়ের ঋষিবালকেরা পড়বে সেই তো বেশ। ঠাকুর বাড়ির ছেলেমেয়েরা পথে নামছে বলে কতজন কত কথা শোনাচ্ছে, তুমি সেসবে কান দিত্ত না। যাত্ত খেয়ে নাত্ত।

হ্যাঁ*, সেই *ল্পটা ছাপাত্তনি বুঝি।

পড়নি? বেশ কাল পড়াব ছোটবউ। উত্তরের ঘরে আছে। তোমার বাঁদিকের দেরাজে। কেমন লে**ছিল *ল্পটা?

একদম ভাল লা**নি। ফণিভূষণের জন্য খুব মনখারাপ লা** মাঝেমধ্যে।

*ল্পটা আর একবার ভাল করে পড়তে হবে।

সাহায্য

১। সংসারী রবীন্দ্রনাথ — হেমলতা ঠাকুর।
২। কবিজীবনী — প্রশান্তকুমার পাল।
৩। *ল্পগুচ্ছ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। চিঠিপত্র ১ম খণ্ড ঐ।